তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। কালীঘাটে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

মমতার সঙ্গে দেখা করলেন অখিলেশ

‘আপনার পাশে আছি’

আজকালের প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কলকাতায় এসে দেখা করলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ কালীঘাটের বাড়িতে তিনি যান। অভিষেকের সঙ্গে কথা হয়। এরপর মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। তিনি বলেছেন, ‘দিদি আপনি হারেননি।’ পরে অভিষেক ব্যানার্জিকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে অখিলেশ বলেছেন, ‘এই নির্বাচনে বেইমানি করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে মাফিয়ারা কাজ করেছে।’ নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তোপ দেগে অখিলেশ বলেন, ‘নির্বাচনের নামে ভোট লুঠ হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিরোধী দলকে হারানোর জন্য। সময় এসেছে, এই বেইমানির বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হওয়ার।’

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘উত্তরপ্রদেশে যেভাবে বিজেপি ভোট চুরি করেছে, সেটা ছিল ট্রায়াল। সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে বাংলায় ভোট চুরি করেছে।’ এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির লড়াই নিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশে অখিলেশ যাদব বলেন, ‘গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে আমরা আপনার পাশে আছি। বাংলায় বার বার আধিকারিকদের সরানো হয়েছে। নিজেদের লোক বসিয়েছে।’ উত্তরপ্রদেশের ভোটের প্রসঙ্গ তুলে একাধিক ছবি ও তথ্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন অখিলেশ। বলেছেন, ‘বাংলায় ভয়ঙ্কর ভোট হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে রয়েছেন। দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উচিত তাঁর পাশে দাঁড়ানো।’

তৈরি বিধানসভা ভবনের অ্যানেক্সও

● ৩ পাতার পর

সেই দুটি ডিসপেনসারি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। মহাকরণ থেকে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য অফিসে। একসময় মহাকরণে রোজ ছয় থেকে সাত হাজার মানুষ যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে রাজ্য সরকারের কর্মী যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন ভিজিটরারাও। কিন্তু মূল সচিবালয় সরে যাওয়ার পর মহাকরণে লোকজনের যাতায়াত অনেক কমে যায়। এখন মহাকরণে আছে স্বরাষ্ট্র, পূর্ত, কৃষি, অর্থ ও তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের কিছু অংশ। এছাড়া বিচার বিভাগ ও পরিষদীয় দপ্তরের পুরোটাই আছে সেখানে। সেখানকার কর্মীরা এখন খুশি। কারণ মহাকরণ ফের গমগম করে উঠবে।

মহাকরণের তিনতলায় আছে বসন্তদার বিখ্যাত চায়ের দোকান। বসন্তদা এখন নেই। তাঁর ছেলে নির্মলেন্দু প্রামাণিক দোকান চালান। গত কয়েক বছর তাঁর ব্যবসা টিমটিম করে চলছিল। কিন্তু গত কয়েক দিনে আবার জমে উঠেছে। ইতিমধ্যে মহাকরণে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বেড়েছে। পূর্ত দপ্তরের অনেক কর্মীও আসছেন। রাজমিস্ত্রিরাও আসছেন। সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে। ফলে নতুন করে খদ্দেরের ভিড় জমেছে চায়ের দোকানে।

মহাকরণের বাইরে অনেককে দেখা গেল, মোবাইলে লালবাড়ির ছবি তুলছেন। কারণ রাজ্য প্রশাসনে ওই প্রাচীন বাড়িটি ফের গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। মহাকরণে সচিবালয় উঠে যাচ্ছে শুনে নবান্নের কর্মীরাও আনন্দিত। কারণ সেখানে যাতায়াতের সুবিধে বেশি। মহাকরণের সামনে আছে মেট্রো স্টেশন। মহাকরণে খাওয়াদাওয়ার সুবিধেও অনেক বেশি। সেখানে আছে মঙ্গলদা, তরুণদা ও আরও অনেকের ক্যান্টিন। গত কয়েক বছরে অনেকগুলি ক্যান্টিন উঠে গিয়েছিল। সেগুলিও আবার ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লালবাড়ির পেছনেই আছে লায়ন্স রেঞ্জ। সেখানেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুশির হাওয়া। কারণ মহাকরণ উঠে যাওয়ার পরে পুরো এলাকা নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়গা আবার লোকজনের ভিড়ে গমগম করবে। ব্যবসাও জমে উঠবে।

পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, মহাকরণকে নতুন করে সদর কার্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে অন্তত আট-ন’মাস সময় লাগবে। তাই বিধানসভার মধ্যে অ্যানেক্স বিল্ডিং ও প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংকেও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানানো হবে।

শহর জুড়ে ১৪৪ ধারা জারির ভুয়ো নোটিস

আজকালের প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই খিদিরপুর, তপসিয়া ও রিপন স্ট্রিট-সহ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি সংক্রান্ত একটি তথাকথিত সরকারি নোটিসকে কেন্দ্র করে জনমানসে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ লালবাজার কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সাইবার সেলের মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশ শহরবাসীকে কোনও প্রকার অপপ্রচারে কান না দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে। কোনও তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে তা বিশ্বাস করার আগে পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা ভেরিফায়েড সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি লালবাজারের

সমাজমাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়া ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কলকাতার নগরপাল শহরের তিনটি সংবেদনশীল এলাকায় জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। পুলিশের লোগো ও ডিসি-র স্বাক্ষর সম্বলিত ওই নথিটি দেখে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে দুপুরের মধ্যেই এই জল্পনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয় লালবাজার। তারা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ওই নোটিসটি সম্পূর্ণ জাল। এই খবরের কোনও সত্যতা নেই।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানো হয়েছে, শহরের কোথাও এই ধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক স্পষ্ট করেছেন, বর্তমানে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনও অসাধু চক্র পুরনো কোনও বয়ান ব্যবহার করে বা জাল নথি তৈরি করে মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

এই নোটিস ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছিল চাঞ্চল্য।

কাল শপথ ব্রিগেডে

● ৩ পাতার পর

পুলিশ সূত্রের খবর, অনুষ্ঠানস্থলের আইনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। ভিড় সামলানো ও নজরদারি সুনিশ্চিত করতে ব্রিগেডের ময়দানকে ৩০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরের তদারকির দায়িত্বে থাকবেন একজন করে ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁদের অধীনে থাকবেন ইনস্পেক্টর থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যায়ের পুলিশকর্মীরা। শনিবার ব্রিগেডের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে থাকছেন অতিরিক্ত নগরপাল ও যুগ্ম নগরপাল পদমর্যাদার পুলিশকর্তারা। জানা গেছে, প্রয়োজনে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও ব্যবহার করা হবে।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হতে পারে ব্রিগেডে। কোন কোন রাস্তা দিয়ে জনতা মাঠে ঢুকবে, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই পর্যালোচনা করেছে লালবাজার। ব্রিগেডের প্রতিটি প্রবেশপথে বসানো হবে ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর। পুলিশকর্মীরা হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তল্লাশি চালাবেন। কোনও ভাবেই যাতে কেউ বেআইনি অস্ত্র নিয়ে ওই চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে কড়া তল্লাশির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকা জুড়ে বসানো হচ্ছে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা। ব্রিগেডের চারপাশের বহুতলগুলির ছাদে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। দূরবিনের সাহায্যে সেখান থেকে নজরদারি চালানো হবে। সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও যানজট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। শনিবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে যান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান সত্যম রায়চৌধুরীর লেখা বই ‘শ্রী অরবিন্দ ফর ইউ’-এর ডিজিটাল উদ্বোধন। বৃহস্পতিবার এসএনইউয়ের অডিটোরিয়ামে। ছিলেন উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চ্যাটার্জি, বিপ্লব গাঙ্গুলি, সৌম্য ব্যানার্জি, সত্যম রায়চৌধুরী, দেবাশিস চক্রবর্তী, জাস্টিস পিবি বড়ুয়া, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, মানসী রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সৈকত মিত্র, অভিজিৎ মুখার্জি।

মৌ রায়চৌধুরীকে স্মরণ

আজকালের প্রতিবেদন

কথায়, কবিতায় আর সুরে টেকনো ইন্ডিয়ার কো-চেয়ারপার্সন মৌ রায়চৌধুরীকে স্মরণ করলেন তাঁর আপন ও প্রিয়জনেরা। বৃহস্পতিবার ছিল তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী। এদিনের অনুষ্ঠানের স্মারক ভাষণে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চ্যাটার্জি নারী ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখা মৌ রায়চৌধুরীর সাংগঠনিক ভূমিকার উল্লেখ করেন। মৌ রায়চৌধুরী ছিলেন জীবনীশক্তির অনির্বাণ দীপশিখা। উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্টজনের মধ্যে বিপ্লব গাঙ্গুলি এবং মানসী রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণে উঠে আসে প্রশাসনে তাঁর দক্ষতা, প্রাত্যহিক দায়বদ্ধতা, উদার মন আর সৃজনশীলতার প্রসঙ্গ। সঙ্গীতশিল্পী শান্তনু রায়চৌধুরির সুরে, নবনীতা রায়চৌধুরির কণ্ঠে শোনা গেল মৌ রায়চৌধুরীর লেখা ‘ইচ্ছেভূত’ কবিতার অপূর্ব গীতিরূপ, সামনের পর্দায় ছিল তার চমৎকার অ্যানিমেশন। সত্যম রায়চৌধুরীর ‘ঝড়’ কবিতার স্বকণ্ঠে আবৃত্তি এবং শান্তনুর সুরে ও কণ্ঠে আরেকটি কবিতার নিবেদন ছিল এদিনের স্মরণ সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আচার্য, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান সত্যম রায়চৌধুরীর লেখা ‘শ্রী অরবিন্দ ফর ইউ’ বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয় মঞ্চে। ছিলেন ত্রিদিব চ্যাটার্জি, গার্গী রায়চৌধুরী, জাস্টিস পি বি বড়ুয়া, সৌম্য ব্যানার্জি প্রমুখ। মঞ্চের পিছনের পর্দায় তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের স্কুল-কলেজের ভার্চুয়াল উপস্থিতি। এভাবেই এসএনইউয়ের অডিটোরিয়ামে কথায়-কবিতায়-সুরে সকলের স্মৃতিতে রইলেন মৌ রায়চৌধুরী।

মৌ রায়চৌধুরীর কবিতার গীতিরূপ। গাইলেন নবনীতা রায়চৌধুরি, সুর দিলেন শান্তনু রায়চৌধুরি।

বিধানসভার মেয়াদ শেষ

● ৩ পাতার পর

ঘোষণা হয়েছিল। ওই দিন থেকে আদর্শ নির্বাচনবিধি বলবৎ হয়। গত ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এদিন পশ্চিমবঙ্গ-সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে বলেছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরার কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ছিল। তাই এই সব জায়গায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর ছিল। নির্বাচন শেষ হয়েছে। তাই সেখান থেকেও আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এদিন নবান্নে প্রাক্তন মন্ত্রীদের ঘর থেকে নামের ফলক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উল্টোডাঙায় প্লাইউড কারখানায় আগুন

ভোররাতে প্লাইউডের কারখানায় আগুন লেগে ছড়াল চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উল্টোডাঙা থানা এলাকায়। খবর পেয়ে দমকলের আটটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পুলিশ জানিয়েছে, ১১/৪/সি ক্যানাল সার্কুলার রোডের ওপর একটি টিনের চালের প্লাইউডের কারখানা রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ বঁক
আপকী প্রগতি কা সচ্চা সাথী
Indian Overseas Bank
Good people to grow with

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ; নং ৯, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭২। ফোন: ৮৯২৫৯৫১৯৯৬। ই-মেল: iob1996@iob.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

যেহেতু, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত নোটিস অনুসারে বিক্রির অধিকার সমেত প্রতীকী দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

১) ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা:
১) মেসার্স কেশর মাল্টিইয়ার্ন মিল লিমিটেড
৬এইচ, নিকো হাউস, ২এন, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
২) মেসার্স কেশর মাল্টিইয়ার্ন মিল লিমিটেড
বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড, পোঃঅঃ- তাঁতিগেড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০২
৩) মিঃ ময়ঙ্ক পতেদিয়া, ৩, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
৪) মিঃ প্রতীক পতেদিয়া, ৩, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
৫) মিঃ পবন কুমার পতেদিয়া, পিতা- প্রয়াত কিষণ পতেদিয়া, ৩, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭; বিকল্প ঠিকানা: ২২৭/১, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
এনপিএর তারিখ: ১৬.১২.২০১৩
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২৪.০২.২০১৪
দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক: ₹২৭,৫৭,৪৫,৯৮০.৫৫, ২৪.০২.২০১৪ অনুযায়ী (ক্যাশ ক্রেডিটের প্রেক্ষিতে) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ৩০.০৪.২০১৪
দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক: ₹২৭,৫৭,৪৫,৯৮০.৫৫, ২৪.০২.২০১৪ অনুযায়ী (ক্যাশ ক্রেডিটের প্রেক্ষিতে) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
৭) দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক
* স্থানীয় সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) সমেত অন্যান্য বকেয়া: ব্যাঙ্কের জানা নেই। |সম্পত্তির ওপর যাবতীয় বিধিবদ্ধ দায় সম্পর্কে খতিয়ে জেনে নিতে বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিধিবদ্ধ দায় (যদি থাকে) ক্রেতাকেই বহন করতে হবে এবং এবিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায়িত্ব নেবে না।|

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির তফসিল:
মেসার্স কেশর মাল্টিইয়ার্ন মিল লিমিটেড, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড, পোঃঅঃ- তাঁতিগেড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০২-এর সম্পূর্ণ ব্লক, পরিসম্পদ, কারখানার জমি ও বাড়ি, কারখানার ছাউনি, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের ওপর একচ্ছত্র চার্জ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেদিনীপুর টাউন এক্সটেনশন স্কিমের অন্তর্গত সামান্য কমবেশি ২০০ একর ইজারাধীন জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- তাঁতিগেড়িয়া, জে এল নং ১৫১-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ৩৩ থেকে ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১৪৭, ১৪৮ এবং ৩৩৬/৪৪৫, ২, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৬, ৭৮, ২৩৯, ১১৩ নং সি এস দাগের অংশবিশেষ; এবং মৌজা- ফুলফাড়ি, জে এল নং ১৫২-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৫/১৭৪, ১৬৫/১৭৪, ২৩/১৭৬ এবং ২৩/১৭৫, ২৩/১৭৭, ২২৯/১৬৪, ২৪/১৬৫, ২৩/১৭৯, ২৩/১৮৮ নং সি এস দাগের অংশবিশেষ, থানা- মেদিনীপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- মেদিনীপুর, কালেক্টরেট এবং জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত।
প্রকৃতি: ইজারাধীন সম্পত্তি, ইজারার অবশিষ্ট মেয়াদ: ৩৬ বছর ৩ মাস (প্রায়)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:
উত্তর: মৌজা- খয়েরুল্লাচক, ফুলফড়ি, জে এল নং ১৫৪, মৌজা- দক্ষিণ আমছাতা গোলাপিচক, জে এল নং ১৬৩, মৌজা- তাঁতিগেড়িয়া জে এল নং ১৫১ এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ২, ৪৫, ৪৬-এর অনধিকৃত অংশ এবং মৌজা- ফুলফাড়ি, জে এল নং ১৫২ এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ১৯৭, ১৬৬, ১৭২, থানা- মেদিনীপুর;
দক্ষিণ: মৌজা- ফুলফারি, জে এল নং ১৫২-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯-এর অনধিকৃত অংশ; সি এস দাগ নং ১৪০-এ অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল রোডের ধারের নয়নজলি, সি এস দাগ নং ২৩৯-এর বর্জিত অংশ, সি এস দাগ নং ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ৪৮, ৮১, ৮২, ৭৬, ৭৭ এবং মৌজা- তাঁতিগেড়িয়া, জে এল নং ১৫১-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ৫৭ এবং ৫৯-এর অনধিকৃত অংশ;
পশ্চিম: মৌজা- দক্ষিণ আমছাতা গোলাপিচক, জে এল নং ১৫৩, সি এস দাগ নং ২০৩, ২০৪, ১৭২, ২৩, ২৪ এবং মৌজা- ফুলপাহাড়ি, জে এল নং ১৫২-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ১৬৫ এর অনধিকৃত অংশ।
পূর্ব: দক্ষিণ-পূর্ব রেললাইন, সি এস দাগ নং ২৪১, ১৫৭, ১৫৮-এ বাস্তবায়িত এলাকার অর্জিত জমির ধৃত অংশ, সি এস দাগ নং ২৩৯-এর বর্জিত অংশ এবং সি এস দাগ নং ১৪৪, ১৪৬, ৭৫, ৬৭, ৭০ এবং মৌজা- তাঁতিগেড়িয়া, জে এল নং ১৫১-এর অন্তর্গত সি এস দাগ নং ১৩৬/৪৪৫-এর অনধিকৃত অংশ, থানা- মেদিনীপুর;
দ্রষ্টব্য: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩(৫) অনুযায়ী আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারার সংস্থানগুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার অধীনে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে যে কোনও সময় সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে যাবতীয় বকেয়া ও অনাদায়ী অর্থাঙ্ক পরিশোধ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা 'সুরক্ষিত পরিসম্পদ' ছাড়িয়ে নিতে পারেন। সুতরাং, উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত যাবতীয় বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি পরিশোধ দিয়ে ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের আগে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদারগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
কেবলমাত্র প্রকাশ্য নিলামের প্রক্রিয়া চালুর আগেই সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে সম্পত্তি খালাসের অধিকার প্রাপ্য হবে, পরবর্তীতে নয়।
- সংরক্ষণ মূল্য: ₹১৬,২১,৮২,০০০.০০ (প্রযোজ্য টিডিএস ধরে)
- সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬
- নিলামের তারিখ ও সময়: ২৬.০৫.২০২৬, দুপুর ১টা থেকে দুপুর ৩টে
- ইএমডি: ₹১,৬২,১৮,২০০.০০
- বিড বাড়ানোর অর্থমূল্য: ₹৫,০০,০০০.০০
- ইএমডি জমা শুরুর তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬
- ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২০.০৫.২০২৬, সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
- স্বতঃসম্প্রসারণের সময়সীমা: ৫ মিনিট
- পরিদর্শনের তারিখ: ২২.০৫.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট (যোগাযোগের নম্বর: ৮৯২৫৯৫১৯৯৬)
- যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: কোনও দায় নেই। অবশ্য, এই ঋণগ্রহীতা মহামান্য ডিআরটি-২, কলকাতা সমীপে ১৫.০৫.২০২৫ তারিখ সংবলিত এমএ নং ২৪/২০২৫ এবং ০৯.১২.২০২৫ তারিখ সংবলিত এসএ ৬৭৫/২০২৫ মামলা দায়ের করেছে।

* বিধিবদ্ধ বকেয়ার আগে ব্যাঙ্কের পাওনা অগ্রাধিকার পাবে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেখুন:
https://baanknet.com (পরিষেবা প্রদানকারীর ই-নিলাম ওয়েব পোর্টাল)

তারিখ: ০৪.০৫.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

kotak কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম তথা বিক্রির নোটিস

রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭, বিকেসি, সি ২৭, 'জি' ব্লক, বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ইস্ট), মুম্বই-৪০০০৫১।
শাখা অফিস: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ৪ নং ফ্লোর, ব্লক 'এ', ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬।
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এবং/অথবা বন্ধকদাতা(গণ)-কে লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর 0328TL0100000005, 2612564147-এর ঋণ পরিষেবার সাপেক্ষে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('সুরক্ষিত পাওনাদার')-এর কাছে বন্ধক থাকা/দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার সশরীরে দখল সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক ০৪.০৮.২০২৩ তারিখে নিয়েছেন, তা আগামী ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে, 'যেমন আছে যা আছে' ভিত্তিতে, 'যাই থাক না কেন' ভিত্তিতে এবং 'বিনা আশ্রয়ে' ভিত্তিতে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।
মেসার্স শিবা ফ্লাওয়ার মার্ট-কে প্রদত্ত ঋণের সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) যথা- মেসার্স শিবা ফ্লাওয়ার মার্ট - প্রোপ্রাইটর: মিঃ সুজয় ভাণ্ডারী, মিঃ সুজয় ভাণ্ডারী, মিঃ রবি রাম ভাণ্ডারী, মিসেস ময়না ভাণ্ডারী, মিসেস জয়া ভাণ্ডারী, মিসেস ছায়া ভাণ্ডারী @ ছায়া দাস এবং মিসেস মায়া ভাণ্ডারী- প্রয়াত বিদ্যুৎ বালা ভাণ্ডারীর আইনি উত্তরাধিকারী (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)-এর কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদার কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর বকেয়া অর্থাঙ্ক লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর 0328TL0100000005